গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.bpsc.gov.bd

নথি নং-৮০.০০.০০০০.২০০.৪৬.০৩৫.১৯-৭৪৩ তারিখ : ২৭.১১.২০১৯

৪১তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ক্যাডারের শূন্য পদসমূহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক. সাধারণ ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের পদসমূহ :

ক্রমিক নম্বর	ক্যাডারের নাম	ক্যাডার কোড	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	বিসিএস (প্রশাসন)	১১০	সহকারী কমিশনার	৩২৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্বীকৃত বোর্ড হতে এইচ.এস.সি পরীক্ষা পাসের পর ৪ (চার) বছর মেয়াদি শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি । তবে কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ থাকলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
২.	বিসিএস (আনসার)	১১৮	সহকারী পরিচালক/ সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক	২৩	- ঐ -
৩.	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১১২	সহকারী মহা-হিসাব রক্ষক	২৫	- ঐ -
৪.	বিসিএস (সমবায়)	১১৯	ক. সহকারী নিবন্ধক	০৮	- ঐ -
৫.	বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি)	১১৩	সহকারী কমিশনার	২৩	- ঐ -
৬.	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	১২৪	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০৪	- ঐ -
৭.	বিসিএস (খাদ্য)	১১১	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ	০৬	-ঐ -
৮.	বিসিএস (পররাষ্ট্র)	১১৫	সহকারী সচিব	২৫	- ঐ -
৯.	বিসিএস (তথ্য)	১২১	ক. সহকারী পরিচালক/তথ্য অফিসার/গবেষণা কর্মকর্তা/ সমমানের পদ	২২	-ঐ -
		১২২	খ. সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)	১১	-ঐ -
		১২৩	গ. সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক	০৫	-ঐ -
১০.	বিসিএস (পুলিশ)	১১৭	সহকারী পুলিশ সুপার	১০০	- ঐ -
১১.	বিসিএস (ডাক)	১১৬	সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল/ সমমানের পদ	০২	- ঐ -
১২.	বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	১২৫	সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট	০১	- ঐ -
১৩.	বিসিএস (কর)	১১৪	সহকারী কর কমিশনার	৬০	-ঐ -
১৪.	বিসিএস (বাণিজ্য)	১২০	সহকারী নিয়ন্ত্রক/সমমান	০৪	-ঐ -
সাধারণ ক্যাডারসমূহের মোট পদের সংখ্যা = ৬৪২					

খ. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল পদসমূহ :

ক্রমিক নম্বর	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
১.	বিসিএস (কৃষি)	কৃষি অধিদপ্তর ক. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	২২৭	১৮৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।	২০১	৮০১
		কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খ. সহকারী পরিচালক/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা	২২৯	৪১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি অর্থনীতি/কৃষি বিপণন/কৃষি ব্যবসা/কৃষি ব্যবসা প্রশাসন/কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	২০৪ ২০৭ ২৫০ ২৫১ ২৫২	৮১১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫
		মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট গ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	২২৬	০৬	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১৫৮	৬২১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে (Agriculture in Soil Science) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০৯	৮০১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে কৃষি রসায়ন বিষয়ে (Agriculture in Soil Chemistry) ২য় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০২	৮০১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।	২০১	৮০১
২.	বিসিএস (মৎস্য)	ক. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	২৪০	০৮	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে অনার্সসহ ডিগ্রি।	২৩১	৮৫১
		খ. একোয়াকালচারিস্ট বায়োমেট্রিশিয়ান বায়োলজিস্ট	২৪৫ ২৪৮ ২৪৪	০১ ০১ ০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি। **অথবা** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাণিবিদ্যা (ফিসারিজ গ্রুপ) এ প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ২য় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ ২য় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২৩১ ১৬৬	৮৫১ ৫৯১

ক্রমিক নম্বর	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
		গ. ফিসারিজ টেকনোলজিস্ট টেকনোলজিস্ট	২৬১ ২৬৩	০২ ০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কেমিস্ট্রি/বায়োকেমিস্ট্রি/এপ্লাইড কেমিস্ট্রি এ প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ফিসারিজ (অনার্স) ডিগ্রি।	১১৩ ১১০ ১০৩ ২৩১	৫৩১ ৫৪১ ৬০১ ৮৫১
		ঘ. মাইক্রোবায়োলজিস্ট	২৫৩	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি।	২৩১	৮৫১
৩.	বিসিএস (খাদ্য)	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমানের পদ	৩৬০	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি।	৩১২	৯০১
৪.	বিসিএস (বন)	সহকারী বন সংরক্ষক	৫৫০	২০	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বনবিদ্যা অথবা বিএসসি কৃষি অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞান অথবা প্রাণি বিজ্ঞান অথবা মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	১৭৭ ২০১ ১১১ ১৬৬ ১৫৮	৮৭১ ৮০১ ৫৮১ ৫৯১ ৬২১
৫.	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ক. সহকারী সার্জন	৪১০	১১০	এম.বি.বি.এস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।	৩৯১	৭৭১
		খ. সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৪৫০	৩০	বিডিএস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।	৩৯২	৭৯১
৬.	বিসিএস (তথ্য)	সহকারী বেতার প্রকৌশলী	৫৩০	০৯	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা উক্ত বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি অথবা ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রনিক্স অথবা মাইক্রোওয়েভ-এ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।	১০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩২৫	৫২১ ৮৯১ ৮৯১ ২৭১ উপরের যে কোনো বিষয়ে

ক্রমিক নম্বর	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
৭.	বিসিএস (পশু সম্পদ)	ক. ভেটেরিনারি সার্জন/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ থানা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (মেট্রো)/ প্রভাষক	২৭০	৫৯	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডি.ভি.এম.) ডিগ্রিসহ রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার হতে হবে। অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২৩০	৮৪১
		খ. হাঁস-মুরগি উন্নয়ন কর্মকর্তা/ প্রাণি উৎপাদন কর্মকর্তা/ সহকারী হাঁস-মুরগি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ জু-অফিসার	২৮১	১৭	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি অনার্স ডিগ্রি অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা এবং পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২১০	৮৩১
৮.	বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	সহকারী প্রকৌশলী	৩২০	৩৬	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
৯.	বিসিএস (গণপূর্ত)	ক. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩১১	৩৬	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		খ. সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	৩১২	১৫	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎকৌশল/ যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩১২	৯০১
						৩২৬	উপরের যে কোনো বিষয়

ক্রমিক নম্বর	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
১০.	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	ক. সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী	৩৫১	০৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩১২ ৩২৬	৯০১ ৯০১
		খ. সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	৩৫২	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎকৌশল/যন্ত্রকৌশল/ পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫ ৩১২ ৩০৩ ৩০৬ ৩০৭ ৩২৬	৮৯১ ৯০১ ৮৮১ ৮৯১ ২৭১ উপরের যে কোনো বিষয়
১১.	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	ক. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩৩১	২০	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩ ৩২৬	৮৮১ ৮৮১
		খ. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৩৩২	০৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩১২ ৩২৬	৯০১ ৯০১
১২.	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৫৪০	১২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ে অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যান অথবা পরিসংখ্যানসহ অর্থনীতি অথবা গণিতে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্য বিভাগের যে কোনো শাখায় অথবা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১১৮ ১৫৯ ১৩৯ ১০১ ১০৯ ১৩৭ ১২১ ১৩৮ ১৫৭	৩৩১ ৯৮১ ৫৫১ ৭০১ ৭১১ ৭৩১ ৭১১ ৭২১ ৩৫১
প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের মোট পদ = ৬১৯							

গ. ১. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) : সরকারী সাধারণ কলেজসমূহের জন্য

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
(সরকারী সাধারণ কলেজ সমূহের জন্য) **প্রভাষক**	৬১০	১.	প্রভাষক (বাংলা)	৫১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১০৮	১১১
		২.	প্রভাষক (ইংরেজি)	৬২	- ঐ -	১২০	১২১
		৩.	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	৬০	- ঐ -	১৪৮	৩৪১
		৪.	প্রভাষক (দর্শন)	৫৪	- ঐ -	১৪৬	২১১
		৫.	প্রভাষক (অর্থনীতি)	৭৬	- ঐ -	১১৮	৩৩১
		৬.	প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা)	৫৭	- ঐ -	১৬৬	৫৯১
		৭.	প্রভাষক (ইতিহাস)	৩৯	- ঐ -	১২৬	১৮১
		৮.	প্রভাষক (সমাজ কল্যাণ)	২৬	- ঐ -	১৫৬	৩৬১
		৯.	প্রভাষক (রসায়ন)	৫২	- ঐ -	১১৩ ১০৩ ১১০	৫৩১ ৫৪১ ৬০১
		১০.	প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা)	০১	- ঐ -	১৩১	২০১
		১১.	প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	৪৯	- ঐ -	১৩০	১৯১
		১২.	প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)	৫৩	- ঐ -	১৪৭ ১০৪	৫১১ ৫২১
		১৩.	প্রভাষক (উদ্ভিদবিদ্যা)	৬০	- ঐ -	১১১	৫৮১
		১৪.	প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান)	২৮	- ঐ -	১৫৭	৩৫১
		১৫.	প্রভাষক (গণিত)	৪৪	- ঐ -	১৩৯ ১০৫	৫৫১ ৫৬১
		১৬.	প্রভাষক (ভূগোল)	১৪	- ঐ -	১২৪	৩১১
		১৭.	প্রভাষক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	০৪	- ঐ -	১৫৮	৬২১
		১৮.	প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান)	৭৪	- ঐ -	১০১	৭০১
		১৯.	প্রভাষক (মার্কেটিং)	০২	- ঐ -	১৩৮	৭২১
		২০.	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	৬১	- ঐ -	১৩৭	৭৩১
		২১.	প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)	০৩	- ঐ -	১৪৯	১৭১
		২২.	প্রভাষক (কৃষি বিজ্ঞান)	০৩	- ঐ -	২০১	৮০১
		২৩.	প্রভাষক (পরিসংখ্যান)	০৭	- ঐ -	১৫৯	৯৮১
		২৪.	প্রভাষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০৭	- ঐ -	১২৭	৩৯১
		২৫.	প্রভাষক (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত)	০১	- ঐ -	১৮৭	৪৭৪
		২৬.	প্রভাষক (লোক সঙ্গীত)	০১	- ঐ -	১৮৬	৪৭৩
		২৭.	প্রভাষক (রবীন্দ্র সঙ্গীত)	০১	- ঐ -	১৮৮	৪৭৫
		২৮.	প্রভাষক (নজরুল সঙ্গীত)	০১	- ঐ -	১৮৯	৪৭৬
		২৯.	প্রভাষক (যন্ত্র সঙ্গীত)	০১	- ঐ -	১৯০	৪৭৭
			মোট =	**৮৯২**			

গ. ২. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) : সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের জন্য

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড	ডিপ্লোমা/ বি.এড/ এম.এড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
(সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ সমূহের জন্য) **প্রভাষক**	৬২০	১.	প্রভাষক (ইংরেজি)	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২০	১২১	ডিপ্লোমা/ বি.এড/ এম.এড যে কোনো একটি
		২.	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৮	৩৪১	- ঐ -
		৩.	প্রভাষক (শিক্ষা)	০৮	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে এম. এ. ইন এডুকেশন অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএড স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১১৯	২২১	- ঐ -
		৪.	প্রভাষক (চারু ও কারুকলা)	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বি.এফ.এ ডিগ্রিসহ ফাইন আর্টস-এ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	১২২	৪৬৯	- ঐ -
		৫.	প্রভাষক (গাইডেন্স এন্ড কাউন্সিলিং)	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৯	১৭১	- ঐ -
			মোট =	১৩				

সর্বমোট = ৬৪২+৬১৯+৮৯২+১৩ = ২১৬৬

বিশেষ নির্দেশাবলি :

১.১ নতুন পদসৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি কারণে উল্লিখিত যে কোনো ক্যাডারের শূন্য পদসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

১.২ **ইকুইভ্যালেন্স সনদ :** বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদের জন্য কোনো প্রার্থীর নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে উক্ত প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী বিদেশ হতে তাঁর অর্জিত কোনো ডিগ্রিকে উল্লিখিত বিসিএস ক্যাডারের পদসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে দাবি করলে তাকে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইন ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য মেডিকেল ডিগ্রিধারীদের বিএমডিসি-র সঙ্গে, পশুপালন/ডিভিএম ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উক্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের মূলকপি মৌখিক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোর্ডে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

১.৩ **অবতীর্ণ প্রার্থীর যোগ্যতা :** যদি কোনো প্রার্থী এমন কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন যে পরীক্ষায় চাহিদাকৃত শ্রেণি/বিভাগসহ পাস করলে তিনি **৪১তম বিসিএস** পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং যদি তার ঐ পরীক্ষার ফলাফল **৪১তম বিসিএস** পরীক্ষার আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয় তাহলে তিনি অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে। কেবল সেই প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল লিখিত পরীক্ষা **৪১তম বিসিএস** পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ **০৪.০১.২০২০** তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। এ মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে BCS Application Form (applicant's copy) এর হার্ড কপির সঙ্গে প্রার্থী কমিশনে দাখিল করবেন। **স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ উল্লেখবিহীন** কোনো **অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না**। বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উক্ত পরীক্ষা পাসের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট এবং অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্রের মূল কপি কমিশনে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল বলে গণ্য হবে।**

২.১ অনলাইনে আবেদনপত্র (BCS Application Form) পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ

২.২ **আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ০৫.১২.২০১৯ তারিখ সকাল ১০:০০ টা।**

২.৩ **আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ০৪.০১.২০২০ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টা।**

২.৪ **আবেদনপত্র জামাদানের শেষ তারিখ : ০৪.০১.২০২০ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টার মধ্যে শুধুমাত্র User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ উক্ত সময়ের পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা (অর্থাৎ ০৭.০১.২০২০ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত) sms এর মাধ্যমে** (বিজ্ঞপ্তির **৯ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে) ফি জমা দিতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আবেদনপত্র জমাদান চূড়ান্ত করতে ও নির্ধারিত ফি জমাদান করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৩.১ বয়সসীমা : ১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বয়স :

৩.২ মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য সকল ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য বয়স ২১ হতে ৩০ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২.১১.১৯৯৮ সর্বোচ্চ ০২.১১.১৯৮৯ পর্যন্ত)**।

৩.৩ মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস(স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য বয়স ২১ হতে ৩২ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২.১১.১৯৯৮ সর্বোচ্চ ০২.১১.১৯৮৭ পর্যন্ত)**।

৩.৪ বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের জন্য শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীর বেলায় বয়স ২১ হতে ৩২ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২.১১.১৯৯৮ সর্বোচ্চ ০২.১১.১৯৮৭ পর্যন্ত)**।
প্রার্থীর বয়স কম বা বেশি হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪.১ নাগরিকত্ব :

৪.২ প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

৪.৩ সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী কোনো বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করলে বা বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তিনি বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমতিপত্র মৌখিক পরীক্ষার দিন মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৫.১ লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৫.২ প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন চাকরিরত প্রার্থীগণের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬. অনলাইনে BCS Application Form পূরণ পদ্ধতি :

প্রার্থীকে Teletalk BD Ltd-এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address: **www.bpsc.gov.bd** এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং নির্ধারিত ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত ওয়েবসাইট ওপেন করলে ৪১তম বিসিএস-এর Advertisement, Instructions for Submitting Application এবং Cadre Option-এর ভিত্তিতে তৈরীকৃত ৩ ক্যাটাগরি পদের জন্য **নির্ধারিত Application Form** এর রেডিও বাটন দৃশ্যমান হবে।

Advertisement এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে ৪১তম বিসিএস এর বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে। কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ, sms এর মাধ্যমে ফি জমাদান এবং Admit card প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা শিরোনামে দেয়া থাকবে। অনলাইন ফরম পূরণের পূর্বে প্রার্থী উক্ত নির্দেশনা অংশটি ডাউনলোড করে প্রতিটি নির্দেশনা ভালভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। ক্যাডার পছন্দের ভিত্তিতে Application Form-এর ৩টি ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন :

1. **Application Form for General Cadres**
2. **Application Form for Technical/Professional Cadres**
3. **Application Form for General and Technical/ Professional (both) Cadres**

প্রার্থী শুধু General Cadre এর প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে General Cadre এর application form এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে general cadre এর আবেদনপত্র দৃশ্যমান হবে। অনুরূপভাবে general and technical/ professional ক্যাডারের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে তাকে both cadre এর জন্য নির্ধারিত ৩য় রেডিও বাটনটি ক্লিক করলে নির্ধারিত both cadre এর আবেদনপত্র দৃশ্যমান হবে।

কাঙ্ক্ষিত BCS Application Form দৃশ্যমান হলে ফরমের প্রতিটি অংশ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পূরণ করতে হবে।

BCS Application Form-এর ৩টি অংশ রয়েছে: Part-1: Personal Information, Part-2: Educational Qualification, Part-3: Cadre Option. BCS Application Form পূরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি অংশের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং BCS Application Form এর প্রতিটি field এ প্রদত্ত তথ্য/নির্দেশনা অনুসরণ করে পূরণ করতে হবে।

৭. অনলাইনে বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র (BCS Application Form) **জমাদান :**

৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের এই বিজ্ঞপ্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পদ্ধতি এবং অনলাইনে বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণের নির্দেশাবলিতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে শুধু কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ করে আবেদন করতে হবে। পূরণকৃত BCS Application Formএর একাধিক কপি ডাউনলোড করে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে জমাদানের জন্য প্রার্থী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। অনলাইনে জমাকৃত BCS Application Form (applicant's copy) কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে **এই বিজ্ঞপ্তির ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাগজপত্রসহ মৌখিক পরীক্ষার দিন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিবেন।**

৮. ডিক্লারেশন :

প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের ডিক্লারেশন অংশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোনো অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোনো প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে এমনকি নিয়োগের পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রার্থিতা বাতিল এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণাসহ তার বিরুদ্ধে যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রদত্ত ডিক্লারেশন অনুযায়ী প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্টের জন্য ওয়েবসাইট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করে সাময়িকভাবে প্রবেশপত্র গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত কোনোরূপ অযোগ্যতা/দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সাময়িকভাবে প্রাপ্ত প্রবেশপত্র ও প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে প্রার্থী কর্তৃক অনলাইন আবেদনপত্রে প্রদত্ত **প্রতিটি তথ্যের সপক্ষে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র মৌখিক পরীক্ষার দিন ডাউনলোডকৃত কপির সাথে এই বিজ্ঞপ্তির ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ কমিশনে জমা দিতে হবে।** কোনো প্রার্থী অনলাইনে প্রদত্ত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা কোনো ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে বা আবেদন ভুলভাবে পূরণ করলে বা কোনো অযোগ্যতা বা কোনো substantive ত্রুটি ধরা পড়লে যে কোনো পর্যায়ে তার প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯.১ পরীক্ষার ফি :

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্দেশনা মতে ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করে প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র জমা প্রদান সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ application preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র জমা সম্পন্ন হলে প্রার্থী একটি User ID সহ ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি applicant's copy পাবেন। Application preview এবং applicant's copy-তে প্রার্থীর ছবি ও স্বাক্ষর অবশ্যই দৃশ্যমান হতে হবে। উক্ত applicant's copy প্রার্থীকে প্রিন্ট অথবা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে হবে।

Applicant's কপিতে একটি User ID দেয়া থাকবে এবং এই User ID ব্যবহার করে Teletalk BD Ltd. কর্তৃক sms এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি ৯(৪)(ক) অনুযায়ী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনো Teletalk pre-paid mobile নম্বরের মাধ্যমে sms করে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষার ফি ৭০০/- (সাতশত) টাকা জমা দিবেন। একই বিধিমালার বিধি ৯(৪)(খ) এর বিধানমতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থী, প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/- (একশত টাকা) জমা দিবেন এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে পারবেন।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী না হয়েও কোনো প্রার্থী অনলাইন ফরমে ১০০/- (একশত) টাকা ফি জমা প্রদান করে ফরম পূরণ শেষে প্রবেশপত্র গ্রহণ করলেও আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের পর তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে উল্লিখিত substantive ত্রুটি অর্থাৎ নির্ধারিত ফি জমা না দেয়ার কারণে বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে।

৯.২ ফি জমা দেয়ার পদ্ধতি :

প্রথম SMS: BCS <space>User ID লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : | BCS | QRNTCBTP |

Reply : Applicant's Name, Tk-700(100 Tk. for Physically Handicapped, Ethnic Minority Group and Third Gender Group candidates) will be charged as Application Fee. Your PIN is (8 digit number) 12345678. To Pay Fee, type BCS < Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.

দ্বিতীয় SMS: BCS <space>Yes<Space>PIN লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : BCS YES 12345678

Reply : Congratulations! Applicant's Name, payment completed successfully for 41st BCS Examination. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx).

N.B.: For Lost Password, Please Type BCS<Space>HELP<Space>SSC Board <Space> SSC Roll<Space>SSC Year and send to 16222.

১০. **ছবি (Photo)**: BCS Application Form এর Part-1, Part-2 এবং Part-3 পূরণ সম্পন্ন হলে application preview দেখা যাবে। Preview এর নির্ধারিত স্থানে প্রার্থীকে 300 x 300 pixel এর কম বা বেশি নয় এবং file size 100 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য থাকবে না। এরূপ মাপের অনধিক তিন মাস পূর্বে তোলা প্রার্থীর রঙিন ছবি scan করে আপলোড করতে হবে। **সাদাকালো ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। Applicant's copy-তে ছবি মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল হবে।** ছবি তোলার সময় মুখ ও কানের উপর আবরণ রাখা যাবে না। **সানগ্লাসসহ ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।** Home page-এর help menu-তে ক্লিক করলে photo এবং signature সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

১১. **স্বাক্ষর (Signature)**: Application preview-তে স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ : 300 x 80 pixel) এর কম বা বেশি নয় এবং file size 60 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য নয়, প্রার্থীকে এরূপ মাপের নিজের স্বাক্ষর scan করে আপলোড করতে হবে। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী applicant's copy-তে স্বাক্ষর মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. প্রবেশপত্র (Admit Card):

বিজ্ঞপ্তির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা হলে টেলিটক হতে প্রেরিত sms বার্তায় প্রাপ্ত উত্তরে প্রদত্ত একটি User ID এবং password ব্যবহার করে প্রার্থী তার প্রার্থিত কেন্দ্রের নিম্নোক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ হতে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দকৃত রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন। পরবর্তীতে কোনোরূপ অযোগ্যতা ধরা পড়লে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রবেশপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

কেন্দ্রভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ নিম্নে প্রদান করা হলো :

কেন্দ্র	রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ (বাংলা ভার্সন)	রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ (ইংরেজি ভার্সন)
ক. ঢাকা	১১০০০০০১-১১৯৯৯৯৯৯	১১৮০০০০১-১১৮৯৯৯৯৯
খ. রাজশাহী	১২০০০০০১-১২৯৯৯৯৯৯	১২৮০০০০১-১২৮৯৯৯৯৯
গ. চট্টগ্রাম	১৩০০০০০১-১৩৯৯৯৯৯৯	১৩৮০০০০১-১৩৮৯৯৯৯৯
ঘ. খুলনা	১৪০০০০০১-১৪৯৯৯৯৯৯	১৪৮০০০০১-১৪৮৯৯৯৯৯
ঙ. বরিশাল	১৫০০০০০১-১৫৯৯৯৯৯৯	১৫৮০০০০১-১৫৮৯৯৯৯৯
চ. সিলেট	১৬০০০০০১-১৬৯৯৯৯৯৯	১৬৮০০০০১-১৬৮৯৯৯৯৯
ছ. রংপুর	১৭০০০০০১-১৭৯৯৯৯৯৯	১৭৮০০০০১-১৭৮৯৯৯৯৯
জ. ময়মনসিংহ	১৮০০০০০১-১৮৯৯৯৯৯৯	১৮৮০০০০১-১৮৮৯৯৯৯৯

১৩. একাধিক ফরম পূরণ নিষিদ্ধ : কোনো প্রার্থী ফি জমা দিয়ে কোনো একটি কেন্দ্রের জন্য চূড়ান্তভাবে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করে প্রবেশপত্র গ্রহণ করার পর উক্ত কেন্দ্রের জন্য পুনরায় অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী মিথ্যা, ভিন্ন/ভুল তথ্য দিয়ে একই কেন্দ্রের জন্য একাধিকবার ফরম পূরণ করে একাধিক প্রবেশপত্র গ্রহণ করলে প্রক্রিয়ায়ণের যে কোনো স্তরে তা প্রমাণিত হলে তার সামগ্রিক প্রার্থিতা বাতিল হবে এবং তিনি কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য সকল পদে আবেদনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হবেন এবং উক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪.১ লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের BCS Application Form প্রাপ্তি এবং নির্দেশিত কাগজপত্রসহ জমাদান : লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য অনলাইনে পূরণকৃত BCS Application Form (applicant's copy) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত BCS Application Form(applicant's copy) প্রার্থীগণ কর্ম কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ করে **নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় সনদ/ডকুমেন্টসসহ মৌখিক পরীক্ষার দিন মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিবেন :**

১৪.২ প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ০৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি [অনধিক ০৩ মাস পূর্বে তোলা] BCS Application Form(applicant's copy)এর উপরে বাম পাশে স্ট্যাপলারের সাহায্যে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সকল মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

১৪.৪ বয়স প্রমাণের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপি। **ও-লেভেল** এবং **এ-লেভেল** উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ সংবলিত দালিলিক প্রমাণ। **উল্লেখ্য, বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

১৪.৫ **চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জমাকৃত সনদ/মার্কশিট/টেস্টিমোনিয়ালে যদি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) উল্লেখ না থাকে তবে অর্জিত ডিগ্রি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান মর্মে বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাদের অর্জিত ডিগ্রি ৩ বছর মেয়াদি হিসেবে গণ্য করা হবে।**

১৪.৬ **মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীর জন্য ৩২ বছর পর্যন্ত বয়স শিথিলযোগ্য।** মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীকে নিচের ১৪.৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পিতার/মাতার মুক্তিযোদ্ধা সনদের ২টি সত্যায়িত কপি এবং ১৪.৭.১, ১৪.৭.২ ও ১৪.৭.৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ডকুমেন্টস আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১৪.৭ **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ২৬.০২.২০০২ তারিখের মুঃবিঃমঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত পিতা/মাতার মুক্তিযোদ্ধা সনদের সত্যায়িত কপি।**

অথবা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০১.০২.২০০৯ তারিখের মুবিম/সনদ-১/প্র-৩/৩১/০২/১৪০নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত পিতা/মাতার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের ২টি সত্যায়িত কপি।

১৪.৭.১ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **১৯.০৬.২০১৭** তারিখের ৭৭২ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধার নাম সংবলিত **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** সত্যায়িত ২টি কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে প্রার্থীর উপস্থাপিত **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** কিংবা উপস্থাপিত উভয় তালিকার সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এক ও অভিন্ন হতে হবে।

১৪.৭.২ কোনো মুক্তিযোদ্ধার নাম **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকায়'** না থাকলে প্রার্থীকে মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সংবলিত (i) গেজেট ও সাময়িক সনদ অথবা (ii) গেজেট ও বামুস সনদ অথবা (iii) গেজেট, সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১৪.৭.৩ মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর বয়সের প্রমাণক/ডকুমেন্টস হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্মতারিখ সংবলিত এস.এস.সি বা সমমানের সনদ, এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট/জন্মতারিখ সংবলিত প্রামাণিক দলিল আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১৪.৭.৪ নিয়োগের পূর্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **১৯.০৬.২০১৭** তারিখের ৭৭২ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত সনদ ও তথ্য যাচাই/বাছাই পূর্বক নিশ্চিত হয়ে নিয়োগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৪.৭.৫ প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি।

১৪.৭.৬ তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীদের সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি।

১৪.৭.৭ যে সকল প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর রয়েছে সে সকল প্রার্থী অনলাইন আবেদনপত্রের নির্ধারিত স্থানে NID নম্বর উল্লেখ করবেন এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে তা প্রদর্শন করবেন। যে সকল প্রার্থীর NID নম্বর নেই সে সকল প্রার্থী NID প্রাপ্তির পর কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্তসহ NID এর সত্যায়িত কপি জমা দিবেন। তবে NID না থাকার কারণে কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে না।

১৪.৭.৮ **বয়স ও ফি শিথিলের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করা হবে না।**

১৪.৮ **তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীকে সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদ জমা দিতে হবে।**

১৪.৯ বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির **১.২** অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

১৪.১০ এই বিজ্ঞপ্তির ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদের ২৩.২ এবং ২৩.৩ উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরি থেকে ইস্তফাদানকারী অথবা অপসারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্র গ্রহণ অথবা অপসারণ আদেশের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

১৪.১১ এই বিজ্ঞপ্তির ১৭.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে প্রামাণ্য সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

১৪.১২ এই বিজ্ঞপ্তির ২৩.২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

১৪.১৩ **মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীদের পিতা/মাতার মুক্তিযোদ্ধার সনদে উল্লিখিত ঠিকানা** আবেদনপত্রে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হলে মুক্তিযোদ্ধা সনদে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ঠিকানার সপক্ষে এবং পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌর চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

১৫. BCS Online Application Form এবং তৎসাথে সংযুক্ত সকল ডকুমেন্টস অনুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর শুধু ত্রুটিমুক্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্যতা মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া যে সকল প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট-এর কপিসহ BCS Application Form এর মুদ্রিত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে ব্যর্থ হবেন তাদের প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে সকল প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৬. **পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম :** পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে যথাসময়ে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইট থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ৩ কপি দাখিল করতে হবে।

১৭.১ বিজ্ঞাপিত যে ক্যাডার বা যে সকল ক্যাডারের জন্য প্রার্থী আবেদন করতে ইচ্ছুক সে ক্যাডার বা সে সকল ক্যাডারের কোড নম্বর পছন্দের ক্রমানুযায়ী অবশ্যই অনলাইন আবেদনপত্রের Part-3 এর cadre option-এর ঘরে উল্লেখ করতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্রের ক্যাডার অপশনের ঘরে ক্যাডার/ক্যাডার পদের যে পছন্দক্রম উল্লেখ করা হবে ফি জমাদান শেষে আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে দাখিল করার পর তা আর পরিবর্তন করা যাবে না এবং নতুন কোনো ক্যাডার/ক্যাডার পদের নামও যোগ করা যাবে না।

১৭.২ অনলাইন আবেদনপত্রের প্রথম অংশের স্থায়ী ঠিকানার (permanent address) district-এর ঘরে নির্ধারিত স্থানে উল্লিখিত স্থায়ী জেলার বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য প্রার্থিতা/মনোনয়ন বাতিল হবে।

১৭.৩ অনলাইন BCS Application Form এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

১৭.৪ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ/পদসমূহের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এতদ্‌বিষয়ে সরকারের সর্বশেষ আইন, বিধি ও নীতি অনুসরণ করা হবে।

১৭.৫ অনলাইন BCS Application Form এ নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, স্থায়ী জেলা, জন্মতারিখ ও অন্য কোনোরূপ substantive ত্রুটি থাকলে পরবর্তীতে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকবে না। Substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হবে। কাজেই অনলাইনে ফরম পূরণের সময় নাম, স্থায়ী জেলা, জন্মতারিখসহ প্রতিটি তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্ভুলভাবে নিজে পূরণ করতে হবে।

১৭.৬ প্রার্থী কর্তৃক অনলাইন আবেদনপত্রে প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা (permanent address) যদি ইতিপূর্বে কোনো সার্টিফিকেটে বা অন্যত্র উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্নতর হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে।

১৮. প্রার্থীকে ৪১তম বিসিএস এর জন্য এই বিজ্ঞপ্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে কমিশনের অনুমোদিত অনলাইন আবেদনপত্র (BCS Application Form) পূরণ করে জমা দিতে হবে। মুদ্রিত কোনো আবেদনপত্র সরবরাহ করা হবে না। ফলে মুদ্রিত আবেদনপত্র হাতে হাতে বা ডাকযোগে জমাদানের কোনো সুযোগ নেই।

১৯. প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এসএসসি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লিখা আছে অনলাইন আবেদনপত্রে হুবহু সেভাবে লিখতে হবে।

২০. যে কোনো পর্যায়ে গুরুতর অসম্পূর্ণতা (substantively incomplete) ধরা পড়লে প্রার্থিতা বাতিল হবে। substantive ত্রুটি সম্পর্কিত গেজেট নোটিফিকেশন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে।

২১. মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সকল মূল অথবা সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীদের অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র, সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র/অপসারণপত্র এবং BCS Application Form(applicant's copy) এর সঙ্গে সংযুক্ত সকল সনদ/প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত ডকুমেন্টস মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

২২. যেসব প্রার্থী ১৪মে, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এসআরও নং ১৪২-এল/ইডি/রিক্রুটমেন্ট/১-১৫/৮০, তারিখ ১১মে, ১৯৮২-এর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিক শ্রেণি (backward section of citizens)-এর অন্তর্ভুক্ত সে সকল প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি (৯)(৪)(খ) এর বিধানমতে বিজ্ঞপ্তির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশমতে ১০০/- (একশত) টাকা ফি জমা দিবেন। এসব প্রার্থীকে তাদের দাবির সমর্থনে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/সিভিল সার্জন/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ছাড়া অন্য কারও প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

২৩.১ অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তি/ছাড়পত্র:

২৩.২ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত তাদের কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্র ফরম ডাউনলোড করে যথাসময়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক সংরক্ষণ করবেন যাতে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে পারেন। **সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২৩.৩ চাকরি হতে অপসারিত (removed) হয়েছেন অথবা চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার দিন আবেদনপত্রের সঙ্গে চাকরি হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

২৩.৪ কোনো প্রার্থী অনলাইন আবেদনপত্র জমাদানের পর মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকরিতে যোগদান করলে বা চাকরি থেকে ইস্তফাদান করলে বা চাকরি থেকে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২৪. **অনলাইনে সংক্ষিপ্ত ফরম বাংলায় পূরণ ও জমাদান :** ক্যাডারভিত্তিক চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের পর সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে Teletalk BD Ltd এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত একটি সংক্ষিপ্ত ফরম বাংলায় পূরণ করে জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রেসবিজ্ঞপ্তি এবং অনলাইন ফরমে উল্লিখিত প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে Teletalk হতে sms-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের যথাসময়ে নির্দেশনা প্রদান করা হবে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে পূরণকৃত উক্ত সংক্ষিপ্ত ফরম ডাউনলোড করে এক কপি প্রার্থী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে পূরণকৃত উক্ত বাংলা ফরমের ২টি কপি আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

২৫.১ প্রিলিমিনারি টেস্ট সংক্রান্ত জরুরি বিষয় :

২৫.২ প্রার্থীদেরকে ২০০(দুইশত) নম্বরের একটি multiple choice question (MCQ) type প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার সময়কাল ২(দুই) ঘণ্টা। Optical mark readable double lithocode এবং barcode যুক্ত উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

২৫.৩ এই পরীক্ষায় মোট ২০০(দুইশত) টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১(এক) নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা হবে।

২৫.৪ উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সংশ্লিষ্ট বৃত্তসমূহ সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

২৫.৫ প্রিলিমিনারি টেস্টের MCQ উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বা পুনঃপরীক্ষণের সুযোগ থাকবে না।

২৫.৬ প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে কোনোভাবেই প্রদর্শন করা হবে না এবং উক্ত টেস্টের নম্বর কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

২৫.৭ প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের উপযুক্ততা এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৫.৮ প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২৫.৯ যে সকল প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন এবং যাদের দাখিলকৃত আবেদন সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যাবে শুধু তারাই ৪১তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী **কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট সনদ/ডকুমেন্টস সহ BCS Application Form (applicant’s copy) এর কপি জমা দিবেন না সে সকল প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।**

২৬. **প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সময় :** ৪১তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট **২০২০ সালের মার্চ মাসে** অনুষ্ঠিত হতে পারে। সঠিক তারিখ, সময় ও আসনব্যবস্থা যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

২৭. **প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন নিম্নে প্রদান করা হলো :**

ক্রমিক নম্বর	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	**২০০**

২৮.১ **লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন: মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)**

২৮.২ **সাধারণ ক্যাডারের জন্য :**

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	২০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবে)	১০০
চ.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	**১১০০**

২৮.৩ **প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য :**

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	১০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবে)	১০০
চ.	সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	২০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	**১১০০**

২৮.৪ যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত উপরের ২৮.৩(চ) তে উল্লিখিত **"সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক"** একক বিষয়ের ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

২৯. **লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস প্রাপ্তি :**

বিসিএস-এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস এবং পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিলেবাস কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাদের আবশ্যিক এবং পদ-সংশ্লিষ্ট (post related) বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন।

৩০.১ **লিখিত পরীক্ষার সময়, মানবণ্টন এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর :**

৩০.২ ২০০ (দুইশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৪ (চার) ঘণ্টা এবং ১০০ (একশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৩ (তিন) ঘণ্টা।

৩০.৩ প্রার্থীদের জন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যিক।

৩০.৪ লিখিত পরীক্ষায় গড় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০%। লিখিত পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোনো নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BCS Application Form (applicant's copy) জমাদানকারীদের মধ্যে substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হয়নি এমন প্রার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

৩০.৫ মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর ২০০ এবং পাস নম্বর ১০০। **লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে।**

৩০.৬ সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের সঙ্গে কারিগরি ক্যাডার এবং শুধু কারিগরি ক্যাডারের জন্য পছন্দ দানকারী প্রার্থীর বেলায় সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টা সময়ের একটি একক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

৩০.৭ **প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে অথবা ভুল বৃত্তে দাগ দিলে বা ফ্লুইড ব্যবহার করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।**

৩১. **প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক প্রদান :**

প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মধ্যে যাদের শ্রুতিলেখক প্রয়োজন তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্ম কমিশন হতে নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রুতিলেখক প্রদান করা হবে। প্রতিবন্ধী প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কেবল কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত শ্রুতিলেখককে ছবি সংবলিত অনুমতিপত্র প্রদান করা হবে। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রদত্ত শ্রুতিলেখক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে শ্রুতিলেখক হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। যে সকল প্রতিবন্ধী প্রার্থীর শ্রুতিলেখক প্রয়োজন হবে তাদেরকে কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর শ্রুতিলেখকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ডাক্তারি প্রত্যয়নপত্র, ছবি এবং প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্রের কপিসহ শ্রুতিলেখক প্রাপ্তির দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

৩২. **অনলাইনে সাক্ষাৎকারপত্র প্রাপ্তি :**

মৌখিক পরীক্ষার জন্য কমিশন হতে ডাকযোগে কোনো সাক্ষাৎকারপত্র প্রেরণ করা হবে না। কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৪১তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে আপলোড করা থাকবে। কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষাসূচি ঘোষণার পর ৪১তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইট হতে প্রার্থী ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ৪১তম বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং নাম সাক্ষাৎকারপত্রের ০১ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী স্বহস্তে লিখবেন। মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত কাগজপত্র এবং সাক্ষাৎকারপত্রসহ প্রার্থী সরকারী কর্ম কমিশনে[আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর] মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত না হলে কারণ যাই হোক না কেন, উক্ত প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আর গ্রহণ করা হবে না।

৩৩.১ **লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয়তা :**

৩৩.২ লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে সেগুলো প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুন:পরীক্ষণ বা পুন: নিরীক্ষণের সুযোগ নেই।

৩৩.৩ মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপন থাকবে এবং উক্ত পরীক্ষার নম্বর বা এতৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

৩৪.১ স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবে :

			ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
৩৪.২	বিসিএস (পুলিশ) এবং বিসিএস(আনসার) ক্যাডারের জন্য	১. পুরুষ প্রার্থী	১৬২.৫৬ সে. মি.	৫৪.৫৪ কেজি
		২. মহিলা প্রার্থী	১৫২.৪০ সে. মি.	৪৫.৪৫কেজি
৩৪.৩	অন্যান্য ক্যাডারের জন্য	১. পুরুষ প্রার্থী	১৫২.৪০ সে. মি.	৪৫.০০ কেজি
		২. মহিলা প্রার্থী	১৪৭.৩২ সে. মি.	৪০.০০ কেজি

উপরোল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কোনো প্রার্থীর উপরোল্লিখিত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীগণকে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি যথাসময়ে জানানো হবে। প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধানসমূহ সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩৫. **বুকের মাপ, ওজন ও উচ্চতা :**

প্রার্থীকে অনলাইন ফরমের নির্ধারিত স্থানে বুকের মাপ সেন্টিমিটারে উল্লেখ করতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার দিন অনলাইন ফরমের মুদ্রিত কপির সাথে উচ্চতা সেন্টিমিটারে, ওজন কেজিতে এবং বুকের মাপ সেন্টিমিটারে উল্লেখ সংবলিত বিএমডিসি রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের কপি জমা দিতে হবে। প্রত্যয়নপত্রে মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

৩৬. **প্রিলিমিনারি টেস্টে প্রশ্নপত্রের ইংরেজি ভার্সন ব্যবহার :**

প্রিলিমিনারি টেস্টে যে সকল প্রার্থী ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী তাদের অনলাইন ফরমে question type option-এর বক্স-এ টিক চিহ্ন (✓) দিতে হবে। যে সব প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্র ব্যবহারের জন্য question type option-এর বক্স-এ টিক চিহ্ন (✓) দেবেন কেবল সে সব প্রার্থীই প্রিলিমিনারি টেস্টে ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। উল্লেখ্য, অনলাইনে প্রিলিমিনারি টেস্টে ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্র ব্যবহারের প্রদত্ত অপশন পরিবর্তন করা যাবে না। কোনো প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্টে ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্র ব্যবহারের অপশন প্রদান করে ইংরেজি ভার্সনের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা হলে উপস্থিত না হয়ে বাংলা ভার্সনের জন্য নির্ধারিত হলে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভার্সনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত প্রার্থীর পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৭. **লিখিত পরীক্ষায় উত্তরদানের ভাষা :**

বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো একটি ভাষায় লেখা যাবে। একটি বিষয়ের উত্তরে উদ্ধৃতি বা অনিবার্য টেক্সট ব্যতীত একাধিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

৩৮. **পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহ :**

অনলাইন আবেদনপত্রের Exam Centre অংশে প্রদত্ত তথ্যমতে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থীকে নিজ খরচে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষা **ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ** কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থিত কোনো কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কেন্দ্রে প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি টেস্ট/লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষা কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

৩৯. **কেন্দ্র পরিবর্তনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।**

৪০. এই বিজ্ঞপ্তির যে সকল শর্ত আরোপ করা হলো তা যদি অনলাইন আবেদনপত্রের কোনো শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে এই বিজ্ঞপ্তির শর্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। **তবে কোনো বিষয় অনুল্লিখিত থাকলে অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে।**

৪১.১ পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো দরকারি বা অন্যান্য চিঠিপত্র কমিশনের **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)**, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

৪১.২ প্রার্থীর ঠিকানায় কোনো পরিবর্তন হলে প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখপূর্বক কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)-কে যথাসময়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৪২. লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র :

চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণের পর কোনো প্রার্থী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। এ ধরনের আবেদন যথা পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ায়ণ শেষে কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে। পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর অর্থাৎ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রেরণের পর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। আবেদনকারীগণ তদানুযায়ী নম্বরপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

৪৩.১ মিথ্যা তথ্য প্রদান ও অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি :

৪৩.২ কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে বা টেম্পারিং করলে বা কোনো জাল সার্টিফিকেট দাখিল করলে বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা পরিবর্তন করলে বা **পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, মানিব্যাগ, কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ সামগ্রী/ডিভাইস বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্রসহ প্রবেশ এবং উক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্য যে কোনো অসদুপায়ের আশ্রয় গ্রহণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**

৪৩.৩ **পরীক্ষার সময় প্রার্থীগণ মুখ ও কানের উপর কোনো আবরণ রাখবেন না।**

৪৩.৪ **পরীক্ষার হলে প্রার্থীগণ গহনা-অলংকার জাতীয় কিছু ব্যবহার করবেন না।**

৪৩.৫ **পরীক্ষার হলে ক্রেডিট কার্ড/ব্যাংক কার্ড বা তৎ সদৃশ কোনো কিছু বহন করা যাবে না।**

৪৩.৬ **পরীক্ষা হলে উপরিউক্ত নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ প্রবেশ করলে, নির্দেশনা অমান্য করলে বা পরীক্ষার হলে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করলে বা অসদুপায় অবলম্বন করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪-এর বিধান অনুযায়ী তাকে উক্ত পরীক্ষাসহ কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী যে কোনো পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।**

৪৩.৭ **বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে এবং সার্ভিসে নিয়োগের পর কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে এইরূপ তথ্য প্রকাশ ও তা প্রমাণিত হলে তাকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

৪৪. নন-ক্যাডার পদে সুপারিশ :

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদস্বল্পতার কারণে ৪১তম বিসিএস-এর বিজ্ঞাপিত ক্যাডার সার্ভিস বা পদে যে সকল প্রার্থী সুপারিশপ্রাপ্ত হবেন না সে সকল প্রার্থীকে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ এর বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রারম্ভিক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ সুপারিশ প্রাপ্তির কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করবে না।

এই বিজ্ঞপ্তি এবং অনলাইন ফরম পূরণের বিস্তারিত নির্দেশনার কপি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

27.11.19

[আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন]
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)